দু-জনের রচনা

রামপ্রসাদ মিত্র

মীরা মুখোপাধ্যায়

প্রেমের কবিতায় স্বচ্ছন্দ এই কবি। বলাই বাহুল্য, 'প্রেম' কথাটিকে সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি--- যে অনুভূতির লক্ষ্য কোনো নির্দিষ্ট লৌকিক বা অলৌকিক মানুষ। অবশ্য আর একটু বিশেষিত অর্থে এগুলিকে বলা যায় বিরহের কবিতা। আর বিরহই তো প্রেমের নিকষ পাথর--- যেমন বলেছিলেন সন্ত কবীর--- বিরহ ভিন্ন দেহই-তো শূন্য কিংবা যেমন বলতেন রবীন্দ্রনাথ "মিলন ও বিরহই অধিকতর স্পৃহনীয়; কেন-না, মিলনে যাহোক কাচে পাস, বিরহে তাহাকে নিখিলের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিই"। বিরহ সাধারণত কোনো নাট্যশেষের আবহ নিয়ে আসে। এক আপাত শূন্যতার মধ্যে অধরা কোনো পূর্ণতার সুর নিয়ে যেন ভরে উঠতে চায়--- সেই বেলাশেষের গান। বিরহের সেই মৌল চরিত্র ধরে রেখেছেন মীরা মুখোপাধ্যায়--- "বিচ্ছেদ, তাও এই উদাস পৃথিবী/ অন্তর্গত তারই এক ধূসর গুহায়।/ নাম ধরে ডেকে উঠলে নেগেটিভ জুড়ে/ আঙুল ছোঁয়ার স্মৃতি" (নিজস্ব কয়েকটি পঙ্‌ক্তি)। পয়ারের প্রবাহমান প্রকরণে, স্মৃতির রণময় ব্যাক্তিগত শব্দের শমিত প্রকাশবিভঙ্গে 'প্রেম' রচনাটি সুন্দর। 'মোহমুক্ত শেষে কবির প্রেম বিষয়ক ধারণার পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এই বিবৃত অবশ্য কাব্যভাষার আত্মীয় নয়। বিশেষ করে আলোচ্য রচনাটির প্রকাশভঙ্গীর অনুষঙ্গে এই বিবৃতি বেমানান ব'লেই মনে হয়।

'প্ল্যানচেট', 'কলঙ্ক' ও 'আহিক গতি' রচনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। মীরা মুখোপাধ্যায়ের এই সব রচনায় একরকম নাগরিক সপ্রতিভতার পরিচয় আছে---- তাঁর শব্দচয়নে, কাব্যবিন্যাসে। তবে, ভালো হোক্ বা মন্দ হোক্ এ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব কি-না, তা এখুনি অন্তন এই কটি রচনার অভিজ্ঞায় নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

দ্রশংকর

দ্রশংকরের সংকলনে রয়েছে ছটি রচনা---- 'কানীন', 'মহানিমগাছ', 'শপথ', 'আলোছায়া', 'তামস-প্রেমিকা' এবং 'পুনর্বাসিন'। এগুলির মধ্যে 'কানীন' এবং 'পুনর্বাসন' রচনা দুটি স্বরবৃত্ত ছন্দের চলনে উল্লেখ্যতা দাবি করে। কিন্তু প্রকারণের সেই কুশলতাটুকু বাদ দিলে এ-সংকলনের রচনাগুলি পাঠের তথা উপভোগের আনন্দে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, বরং এলোমেলো, অসংবদ্ধ, দিশাহীন ব্রাত্য জীবনের এক স্খলিত নির্মোকের ক্লান্ত ছবি আমাদের সামনে নিয়ে আসে। 'প্রেমের প্রতিভা থেকে ফোঁটা তাপ' নিয়ে এই কবির মূর্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে, এই সংকলনের মধ্য দিয়ে, ঋজু হয়ে উঠতে পারে-না; বরং অকারণ অস্বচ্ছ জরাজটিল প্রকাশভঙ্গীর আবরণে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার বোধকে এক সৃষ্টিহীন বিষাদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে দেখি আমরা। দ্রশংকরের শব্দ এবং শব্দবন্ধগুলি সবসময় সুনির্বাচিত ও স্বনির্বাচিত মনে হয়-না। র্থাৎ তাঁকে চয়নে আরো সতর্ক হ'তে বলি। 'তণ কবির দিন' ফুরিয়ে যাওয়া আমরা দেখতে চাই-না; বরং উজ্জ্বলতর কোনো দিনের আলোয় তাঁর তাণ্য জ্ব'লে উঠুক----এই প্রার্থনা করি।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com